

## পুস্তক প্রকাশনা: সফলতা ও মুক্তি লাভের সঠিক পথ-নির্দেশিকা (ঈমান, ইছলাম, ইহ্ছান, তারবিয়াহ, তায়কিয়াহ ও তাসফিয়াহ-র বিবরণ)

ইহ পরকালে সফলতা ও মুক্তি লাভ করতে হলে রুবুবিয়াহ, উলুহিয়াহ এবং আছমা ও সিফাতে আল্লাহ্ একত্ব (তাওহীদ) অক্ষুন্ন রাখার সাথে সাথে অবশ্যই নিজের যাবতীয় কথা, কাজ, ‘আমাল-‘ইবাদাত ও ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসকে ছোট বড়, প্রকাশ্য গোপনীয় সর্বপ্রকার শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে হবে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য যেমন তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে তেমনি শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই শিরক সম্পর্কে জানতে হবে। যেকোন ‘আমাল বা ‘ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ (ﷻ) জন্যে আল্লাহ্ (ﷻ) সন্তুষ্টিলাভের নিমিত্ত এবং অবশ্যই সে ‘আমালটি করতে হবে রাছুলুল্লাহ (ﷺ) এর ছল্লাহ অনুযায়ী। কেবল তাহলেই সে ‘আমালটি আল্লাহ্ (ﷻ) কাছে মাক্বুল হওয়ার এবং তদ্বারা প্রতিদান লাভের আশা করা যেতে পারে, অন্যথায় তা কোন কাজে আসবে না। দেহের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি আছে, তেমনি নাফেছের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। একটি মানবদেহ যেমন আকৃতি ও শক্তি সামর্থের দিক থেকে একসাথে পূর্ণতা বা পরিপক্বতা লাভ করতে পারে না, সঠিকভাবে খাদ্য-পুষ্টির যোগান এবং যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তা ধীরে ধীরে পূর্ণতা ও পরিপক্বতা লাভ করে থাকে, তেমনি একটি নাফেছও সঠিক তা‘লীম (শিক্ষা), তারবিয়াহ (পরিচর্যা), তায়কিয়াহ ও তাসফিয়াহ (পরিশুদ্ধি) এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আপনি যদি সত্যিকার অর্থে আপনার নাফেছকে প্রহরা দিতে চান, একে রক্ষা করতে চান তাহলে আপনাকে নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী ৬টি কাজ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ চাহে তো আপনার নাফেছ কু-প্রবৃত্তি ও শাইত্বান থেকে বেঁচে থাকতে এবং আল্লাহ্ (ﷻ) সন্তুষ্টি ও তাঁর খাঁটি গোলামির উপর অটল ও অবিচল থাকতে পারবে। (১) মুশারাত্বাহ (২) মুরাক্বাবাহ (৩) মুহাছাবাহ (৪) মু‘আক্বাবাহ (৫) মুজাহাদাহ (৬) মু‘আতাবাহ। সাবধান! সমাজে স্বঘোষিত তথাকথিত এমন অনেক পীর, শাইখ, ‘আলিম বা দা‘য়ী রয়েছে, যারা মানুষের ইহপরকালের মুক্তি এবং জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার ঠিকা বা চুক্তি গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃত অর্থে এরা নিজেরা চরমভাবে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথভ্রষ্টকারী, প্রতারক। দুন্ইয়া কামানোই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি। তাই নিজের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করতে হলে এদের ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক ও সাবধান থাকবেন এবং দ্বীনী (ধর্মীয়) বিষয়ে কাউকে অনুসরণ করার পূর্বে অবশ্যই সেই লোকের ‘আক্বীদাহ, মানহাজ, ‘আমাল ও আখলাক সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে ও যাচাই-বাছাই করে নেবেন। নতুবা পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে। ইমাম ইবনুছিরীন (ﷺ) যথার্থই বলেছেন: অর্থ- এই ‘ইলম হচ্ছে দ্বীন, সুতরাং তোমরা দেখে নাও কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। (আল্লাহ্ ﷻ আমাদেরকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান যথাযথভাবে রক্ষার তাওফীক দান করুন, আ-মীন)।

আপনি বই সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য [eshodinshikhi@gmail.com](mailto:eshodinshikhi@gmail.com) তে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে

পারেন অথবা কল করুন:

সিলেট : +৮৮০১৭২৭ ০৫ ৩৫ ৮৪

ঢাকা: +৮৮০১৯৭৮ ১৪ ২৯ ১৪

আমেরিকা: +১৩৪৭ ৮৩৫ ১৫০৭